assosiates সংশ্লিষ্ট কি না (বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে)? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে-

ক. সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ. গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজল্যুশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্যে, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাইবাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কিনা ? ঃ

☐ হ্যাঁ ☐ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

১৬. রিস্ক রেটিংঃ

ক) প্রতিষ্ঠান কি ধরনের ব্যবসা/কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে?

ক্রমিক নং	প্রকৃতি	রিস্ক স্কোর
১.	জুয়েলারি/স্বর্ণের ব্যবসা /মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা	৫
২.	মানি চেঞ্জার /কুরিয়ার সার্ভিস/মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট	৫
৩.	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার/ এজেন্ট	৫
৪.	নির্মাণ প্রকল্প প্রোমোটার/ ঠিকাদার	৫
৫.	অফসোর / নন রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
৬.	রেঁস্তোরা/বার/নাইট ক্লাব /আবাসিক হোটেল/পার্লার ব্যবসা	৫
৭.	আমদানি/রপ্তানি ও আমদানি/রপ্তানি এজেন্ট	৫
৮.	গার্মেন্টস ব্যবসা/ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
৯.	শেয়ার/স্টক ডিলার, ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার	৫
১০.	এনজিও/এনপিও	৫
১১.	জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসা	৫
১২.	চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	৫
১৩.	অস্ত্রের ব্যবসা	৫
১৪.	মোবাইল ফোন অপারেটর/ইন্টারনেট অথবা ক্যাবল টিভি অপারেটর	৫
১৫.	জমি/বাড়ী কেনাবেচার ব্রোকার (প্রাতিষ্ঠানিক)	৫
১৬.	ব্যাংক/লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানি	৫
১৭.	পরিবহন অপারেটর	৫
১৮.	ইন্স্যুরেন্স/ব্রোকারেজ এজেন্সি	৫
১৯.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫
২০.	ট্রাস্ট	৫
২১.	ব্যবসা (পেট্রোল পাম্প/ সিএনজি স্টেশন)	৫
২২.	তামাক ও সিগারেটের ব্যবসা	৫

ক্রমিক নং	প্রকৃতি	রিস্ক স্কোর
২৩.	সফট্ওয়্যার ব্যবসা	৫
২৪.	শিপ ব্রেকিং ব্যবসা	৫
২৫.	ব্যবসা (ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট)	৪
২৬.	ব্যবসা (ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/এজেন্ট)	৪
২৭.	ব্যবসা (ইনডেন্টিং)	৪
২৮.	ব্যবসা (আউটর্সোসিং)	৪
২৯.	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৪
৩০.	চার্টার্ড একাউনটেন্ট	৪
৩১.	কর্পোরেট কাস্টমার	৪
৩২.	ল ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কন্সালটেন্সি ফার্ম	৪
৩৩.	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি	৪
৩৪.	প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়া	৪
৩৫.	ট্রাভেল এজেন্ট/ট্যুরিজম কোম্পানি	৪
৩৬.	অটোডিলার (রিকন্ডিশন্ড গাড়ী)	৪
৩৭.	ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট/সিএনএফ এজেন্ট	৪
৩৮.	অটো প্রাইমারি (নতুন গাড়ী) ব্যবসা	৪
৩৯.	বাড়ী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৪
৪০.	ব্যবসা (চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য)	৪
৪১.	টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি	৪
৪২.	চেইন স্টোর/শপিং মল	৪
৪৩.	টেক্সটাইল/স্পিনিং	৩
৪৪.	বিনোদনকারী প্রতিষ্ঠান/পার্ক	৩
৪৫.	মোটর পার্টস/ ওয়ার্কসপ এর ব্যবসা	৩
৪৬.	ব্যবসা-এজেন্ট	৩
৪৭.	ব্যবসা (ঔষধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
৪৮.	হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩
৪৯.	ব্যবসা (হিমায়িত খাদ্য)	৩
৫০.	ব্যবসা (হার্ডওয়ার)	৩
৫১.	ব্যবসা (বিজ্ঞাপণ)	৩
৫২.	সার্ভিস প্রোভাইডার	৩
৫৩.	কম্পিউটার/মোবাইল ফোনের ডিলার	২
৫৪.	পোল্ট্রি /ডেইরি/ফিশিং ফার্ম	২
৫৫.	এগ্রো বিজনেস/রাইস মিল বিজনেস/বেভারেজ	২
৫৬.	উৎপাদনকারী (অস্ত্র ব্যতীত)	২
৫৭.	দোকান (খুচরা ব্যবসা)	২
৫৮.	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)	১-৫

(গ্রাহকের ঝুঁকি নিরুপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণকরতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, অর্থের মাত্রা, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকরণ করতে হবে। এসব বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক ভেদে ২৫-৫৭ নং ক্ষেত্রে বর্ণিত স্কোর অপেক্ষা উচ্চতর স্কোর প্রদান করতে পারবে।)

খ) প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদের (Net Worth) পরিমাণ ঃ

পরিমাণ (টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১কোটি	০
>১কোটি - ৩ কোটি	১
> ৩ কোটি	৩

গ) হিসাব খোলার ধরণ ঃ

ধরণ	রিস্ক স্কোর
রিলেশনশিপ ম্যানেজার/শাখা কর্তৃক	০
ডাইরেক্ট সেলস এজেন্ট কর্তৃক	৩
ইন্টারনেট/ Non Face to Face	৩
স্বপ্রণোদিতভাবে/ Walk In	৩

ঘ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণ ঃ

চলতি হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১০	০-৫	০
>১০-৫০	>৫-২০	১
>৫০	>২০	৩

ঙ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের সংখ্যা ঃ

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক স্কোর
০-১০০	০-২০	০
১০১-২৫০	২১-৫০	১
>২৫০	>৫০	৩

চ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমান ঃ

চলতি হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১০	০-২	০
>১০-২৫	>২-৭	১
>২৫	>৭	৩

ছ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা ঃ

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক স্কোর
০-১৫	০-৫	০
১৬-৩০	৬-১০	১
>৩০	>১০	৩

১৭. সামগ্রিক ঝুঁকি/রিস্ক রেটিং নিরূপণ (উপরের ক হতে ছ ক্রমিক পর্যন্ত রিস্ক স্কোরের যোগফল) ঃ

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
>=১৪	উচ্চ
<১৪	নিম্ন

মন্তব্য ঃ

(*রিস্ক রেটিং ১৪ এর কম হলেও Beneficial Owner -এর উচ্চ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

প্রস্তুতকারী ঃ
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) ঃ
নাম ঃ
তারিখ ঃ

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা ঃ
(শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) ঃ
নাম ঃ
তারিখ ঃ

.....
(PEP/IP/আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৮. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখঃ

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা ঃ
স্বাক্ষর (সিলসহ) ঃ
নাম ঃ
তারিখ ঃ

.....ব্যাংক/ ব্যাংক লিঃ

.....শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বরঃ .....
ইউনিক কাস্টমার আইডি কোডঃ .....

১. হিসাবের নাম ঃ

২. হিসাবের প্রকৃতি ঃ

৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) ঃ

৪. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) ঃ

৫. অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে ঃ

১। .....

২। .....

৩। .....

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না ঃ ☐ হ্যাঁ ☐ না

৬. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত)? .....

.....

৭. প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহঃ

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	
(ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর ঃ	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(খ) ভ্যাট রেজিঃ নম্বর ঃ	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঃ.....	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ঘ) অন্যান্য নথি ঃ	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. রিস্ক গ্রেডিংঃ

উচ্চ ঝুঁকি/নিম্ন ঝুঁকি

(* Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে)

প্রস্তুতকারী ঃ
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)
স্বাক্ষর (সিলসহ) ঃ
নাম ঃ
তারিখ ঃ

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা ঃ
(শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)
স্বাক্ষর (সিলসহ) ঃ
নাম ঃ
তারিখ ঃ

৯. হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখঃ

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা ঃ
স্বাক্ষর (সিলসহ) ঃ
নাম ঃ
তারিখ ঃ

অব্যক্তিক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা।

(প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতি ও **Customer Due diligence** সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এ তালিকায় বর্ণিত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ করতে পারবে। 'ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে' এর ব্যাখ্যা বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ এর ৩.২ (৩) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।)

(ক) কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব ঃ

(১) **ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান** ঃ ট্রেড লাইসেন্সসহ হিসাব পরিচালনাকারীর (প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর) বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(২) **পার্টনারশিপ** ঃ পার্টনারশিপ ডিড, ট্রেড লাইসেন্সসহ অংশীদারগণের পরিচিতির বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিশিয়াল ওনার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক পার্টনার/শেয়ারহোল্ডারের ফরম পূরণ করতে হবে।

(৩) **লিমিটেড কোম্পানি** ঃ সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিশিয়াল ওনার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিচালকের/শেয়ারহোল্ডারের পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে। (কোম্পানি বা তার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস্ এর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে)।

কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম সেক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) সরকারী হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগসহ), সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব ঃ হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্রসহ হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" পৃথক ফরম {পরিশিষ্ট-১ (খ)} যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(গ) অন্যান্য সংগঠনের হিসাব ঃ

(১) **ক্লাব/সোসাইটি** ঃ পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজল্যুশন, রেজিস্টার্ড হলে সরকারী অনুমোদনপত্র ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর জন্য পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(২) **সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি** ঃ কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (office bearers) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৩) **বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা** ঃ গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৪) **ট্রাস্টি** ঃ ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
ওয়েবসাইট ঃ www.bb.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০৩/২০১৭

তারিখ ঃ ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭
১৭ মাঘ, ১৪২৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৭, তারিখঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।

এ ইউনিট কর্তৃক বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৭, তারিখঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ এর মাধ্যমে জারীকৃত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য "Uniform Account Opening Form I KYC Profile Form" এর ১০ এবং ১৫ নং পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রদত্ত "গণ্যমান্য ব্যক্তি"-র সংজ্ঞা নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত করা হলো ঃ

"গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারি পাবলিক, আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে"

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং বিষয়টি সকলের অবগতিতে আনয়ন করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবপ্রসাদ দেবনাথ)
মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড
ফোন ঃ ৯৫৩০১১৮

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৫ নং আইন

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অর্থ বা সম্পত্তি পাচার" অর্থ—

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়ন যোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনয়ন হইতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

(খ) "অর্থ মূল্য স্থানান্তরকারী" অর্থ এমন আর্থিক সেবা যেখানে সেবা প্রদানকারী একস্থানে নগদ টাকা, চেক, অন্যান্য আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট (ইলেকট্রনিক বা অন্যবিধ) গ্রহণ করে এবং অন্য স্থানে সুবিধাভোগীকে নগদ টাকা বা আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট বা অন্য কোনভাবে সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করে;

(গ) "অপরাধলব্ধ আয়" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত, উদ্ভূত সম্পত্তি বা কারো আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এ ধরণের সম্পত্তি;

(ঘ) "অবরুদ্ধ" অর্থ এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঙ) "অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদ প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(চ) "আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট" অর্থ সকল কাগুজে বা ইলেকট্রনিক দলিলাদি যাহার আর্থিক মূল্য রহিয়াছে;

(ছ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(জ) "আদালত" অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(ঝ) "ক্রোক" অর্থ এই আইনের আওতায় আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের জিম্মায় আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঞ) "গ্রাহক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সত্তা বা সত্তাসমূহ;

(ট) "ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নবর্ণিত যে কোন সেবা প্রদান করিয়া থাকে ঃ

(১) কোন আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন,

(২) কোন আইনী সত্তার পরিচালক, সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন,

(৩) কোন আইনী সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন,

(৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা,

(৫) নমিনী শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা;

(ঠ) "তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর অধীন গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন; এবং কমিশনের নিকট হইতে তদন্তের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ড) "নগদ টাকা" অর্থ কোন দেশের যথাযথ মুদ্রা হিসাবে উক্ত দেশ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা এবং ট্রাভেলার্স চেক, পোস্টাল নোট, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিয়ারার বন্ড, লেটার অব ক্রেডিট, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা প্রমিজরি নোটও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "নিষ্পত্তি" অর্থ ক্ষয়যোগ্য, দ্রুত পচনশীল অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যবহার অযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিবার উপযোগী সম্পত্তি ধ্বংসকরণ বা আইনসম্মতভাবে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তরও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "বাজেয়াপ্ত" অর্থ ধারা ১৭ এর আওতায় কোন আদালতের আদেশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তির স্বত্ব স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের অনুকূলে আনয়ন করা;

(ত) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর দ্বারা স্থাপিত Bangladesh Bank;

(থ) "বীমাকারী" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;

(দ) "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation)" অর্থ Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions

Regulation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহারা—

(১) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/অথবা

(২) যে কোন ধরণের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে;

(ধ) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত foreign exchange;

(ন) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং অন্য কোন আইন বা আইনের অধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) "মানি চেঞ্জার" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ফ) "মানিলন্ডারিং" অর্থ—

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ব) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ—

(অ) ব্যাংক;

(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ই) বীমাকারী;

(ঈ) মানি চেঞ্জার;

(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার,

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার,

(৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান,

(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক;

(এ) (১) অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation);

(২) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation);

(৩) সমবায় সমিতি;

(ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

(ও) মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;

(ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী;

(অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট;

(অআ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ভ) "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাটসহ ইত্যাদির নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;

(ম) "সত্তা" অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন;

(য) "সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এইরূপ লেনদেন—

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা;

(র) "সমবায় সমিতি" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭নং আইন) এর ধারা ২(২০) এর সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান যাহা আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান কাজে নিয়োজিত;

(ল) "সম্পত্তি" অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত—

(অ) যে কোন প্রকৃতির, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি; বা

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে;

(শ) "সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence)" অর্থ নিম্নে উল্লিখিত অপরাধ, যাহা দেশে বা দেশের বাহিরে সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোন অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করিবার চেষ্টা করা, যথা ঃ—

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ;

(২) মুদ্রা জালকরণ;

(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;

(৪) চাঁদাবাজি;

(৫) প্রতারণা;

(৬) জালিয়াতি;

(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;

(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;

(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;

(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা;

(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;

(১২) নারী ও শিশু পাচার;

(১৩) চোরাকারবার;

(১৪) দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;

(১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;

(১৬) মানব পাচার;

(১৭) যৌতুক;

(১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ;

(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;

(২০) মেধাস্বত্ব লংঘন;

(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;

(২২) ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন;

(২৩) পরিবেশগত অপরাধ;

(২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation);

(২৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation);

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;

(২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়; এবং

(২৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ;

(ষ) "স্পেশাল জজ" অর্থ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত Special Judge;

(স) (১) "স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২(ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(২) "পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে বিধি ২ (চ) ও (২) (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৩) "সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২(ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৪) "সম্পদ ব্যবস্থাপক" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২(ধ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(হ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যাক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪(চার) বৎসর এবং অনধিক ১২(বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত কোন অর্থদণ্ড বা দণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দণ্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

৫। **অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘনের দণ্ড**।—কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোক আদেশকৃত সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬। **তথ্য প্রকাশের দণ্ড**।—(১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন—

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করিলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে; বা

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে;

—তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮। **মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারা দণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯। **অপরাধের তদন্ত ও বিচার।**—(১) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হইতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এই আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১০। **স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।**—(১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যক অন্য কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

১১। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা** ।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (Non-compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

১২। **দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনের অপরিহার্যতা** ।—(১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রের একটি কপি প্রতিবেদনের সহিত আদালতে দাখিল করিবেন।

১৩। **জামিন সংক্রান্ত বিধান** ।—এই আইনের অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে, যদি—

(ক) তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্থ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট না হন; অথবা

(গ) তিনি নারী, শিশু বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন।

১৪। **সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) আদেশ** ।—(১) দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধ বা অন্য কোন অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের জন্য আদালতে লিখিত আবেদন দাখিলের সময় উহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবে, যথাঃ—

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন অপরাধের জন্য ক্রোকযোগ্য এর সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) প্রার্থীত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ নিস্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশংকা।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ বিষয়টি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন ২(দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১(এক)টি বাংলা ও ১(এক)টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পিতা, মাতার নাম, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা, পদবী (যদি থাকে), পেশা, ট্যাক্স পরিচিতি নম্বর (TIN), বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং অন্য কোন পরিচিতি, যতদূর সম্ভব, উল্লেখ থাকিবে; তবে, এই সকল তথ্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এই আইনের বিধান কার্যকর করা বাধাগ্রস্ত হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিলে আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, উক্ত সম্পত্তি কোনভাবে বা প্রকারে অন্যত্র হস্তান্তর, উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন প্রকার লেনদেন বা উক্ত সম্পত্তিকে কোনভাবে দায়যুক্ত করা যাইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় উক্ত আদেশে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ সমুদয় অর্থ তাহার অবরুদ্ধ ব্যাংক একাউন্টে জমা করা যাইবে।

১৫। **অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান।**—(১) ধারা ১৪ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা আদালতে আবেদন করিলে আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সহিত উক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংশ্লিষ্টতা নাই;

(খ) আবেদনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভিযুক্ত মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন;

(গ) আবেদনকারী অভিযুক্তের নমিনী নন বা অভিযুক্তের পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করিতেছেন না;

(ঘ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা মালিকানা নাই; এবং

(ঙ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর স্বত্ব, স্বার্থ ও মালিকানা রহিয়াছে।

(৩) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন সম্পত্তি ফেরত পাইবার জন্য আদালত কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আবেদনকারী, তদন্তকারী সংস্থা ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং শুনানী অন্তে, প্রয়োজনীয় কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে ও রাষ্ট্র কর্তৃক বর্ণিত সম্পত্তিতে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার গ্রহণযোগ্য সন্দেহের কোন কারণ উপস্থাপন না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনকারীর আবেদন সম্পর্কে আদালত সন্তুষ্ট হইলে অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ বাতিলক্রমে সম্পত্তিটি, আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবেন।

১৬। **সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**—(১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সত্তা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইলে আপীল আদালত পক্ষবৃন্দকে, শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানী অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ১৪ এর অধীন কোন সম্পত্তির বিষয়ে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সত্তা আপীল করিলে এবং আপীল আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকর থাকিবে।

১৭। **সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ।**—(১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হইলে আদালত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অনুসন্ধান ও তদন্ত বা বিচার কার্যক্রম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজনবোধে দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্থ কোন ব্যক্তি পলাতক থাকিলে বা অভিযোগ দাখিলের পর মৃত্যুবরণ করিলে আদালত উক্ত ব্যক্তির অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তিও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—যথাযথ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যর্থ হয় বা উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রেফতার করা না যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পলাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে কিংবা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা সরল বিশ্বাসে এবং উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে বাজেয়াপ্তের জন্য আবেদনকৃত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকেন এবং আদালতকে তিনি বা উক্ত সত্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন যে, তিনি বা উক্ত সত্তা উক্ত সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন না এবং তিনি বা উক্ত সত্তা সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিটি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান না করিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, জমা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্থ ব্যক্তি বা সত্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) আদালত যদি মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবস্থান নির্ধারণ বা বাজেয়াপ্ত করিতে না পারেন বা সম্পত্তি অন্য কোনভাবে ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে—

(ক) অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নয় অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সম্পত্তি আদায় করা যাইবে না তাহার সমপরিমাণ আর্থিক দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে বাজেয়াপ্ত আদেশের নোটিশ আদালত কর্তৃক যে ব্যক্তি বা সত্তার নিয়ন্ত্রণে সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই ব্যক্তি বা সত্তার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে এবং সম্পত্তির তফসিলসহ সকল বিবরণ উল্লেখক্রমে সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১ (এক)টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হইবে এবং বাজেয়াপ্ত করিবার তারিখে সম্পত্তিটি যাহার জিম্মায় বা মালিকানায় থাকিবে তিনি বা সংশ্লিষ্ট সত্তা যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত সম্পত্তির দখল রাষ্ট্রের বরাবরে হস্তান্তর করিবেন।

(৮) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধ লব্ধ সম্পত্তি যদি বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তির সহিত সংমিশ্রিত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তিতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধ লব্ধ অর্থ বা সম্পত্তির মূল্যের উপর অথবা অপরাধ লব্ধ বা সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে অর্জনের উপায় নির্বিশেষে সংমিশ্রিত সম্পূর্ণ অর্থ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রদান করা যাইবে।

১৮। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান**।—(১) ধারা ১৭ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তিতে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য বাজেয়াপ্তকরণের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় সর্বশেষ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আদালত মামলা দায়েরকারী, দোষী ব্যক্তি বা সত্তা এবং আবেদনকারীকে, শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানী অন্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) অপরাধ সংঘটনের সহিত আবেদনকারী বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির বা সম্পত্তির কোন অংশের কোন সংশ্লেষ ছিল কি না;

(খ) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অর্জনে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে কি না;

(গ) অপরাধ সংঘটনের সময়কাল এবং বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি আবেদনকারীর মালিকানায় আসিয়াছে এইরূপ দাবিকৃত সময়কাল; এবং

(ঘ) আদালতের নিকট প্রাসঙ্গিক বিবেচিত অন্য যে কোন তথ্য।

১৯। **বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।—(১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইলে আপীল আদালত উভয় পক্ষকে, শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, শুনানী অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া**।—(১) এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে সরকার, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, যেই সম্পত্তি অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিতে হইবে সেই সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি, প্রকাশ্য নিলামে বা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক অন্য কোন আইনসম্মত উপায়ে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনগত উপায়ে নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হইবে।

২১। **অবরুদ্ধকৃত, ক্রোককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ**।—এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ, ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করা হইলে, তদন্তকারী সংস্থা বা উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্তরূপ সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **আপীল**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, রায়, ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্তরূপ আদেশ রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে।

২৩। **মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের ধারা ২৩ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit বা BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তদ্‌কর্তৃক সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে স্বপ্রণোদিতভাবে বা অনুরোধের সূত্রে সরবরাহ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রয়োজনে স্ব-উদ্যোগে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্য কোন দেশের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি বা ব্যবস্থার অধীন সংশ্লিষ্ট দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে এবং অন্য কোন দেশের নিকট হইতে অনুরূপ তথ্য চাহিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত চুক্তি বা ব্যবস্থা ছাড়াও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তথ্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

২৫। **মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব**।—(১) মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ—

(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

(ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক—

(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিবে।

২৬। **বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তি, কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত অন্য কোনভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সরকার কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে সরকার—

(ক) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পরিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে পারিবে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিএফআইইউ—

(ক) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৪) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন চুক্তির অধীন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আদালতের কোন আদেশ কার্যকর করিবার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার বা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এটর্নী জেনারেলের অফিসের আবেদনক্রমে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; একইভাবে বাংলাদেশে আদালতের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ বা উক্ত সম্পত্তি ফেরত আনয়নের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের অধীনস্থ রাষ্ট্রকে এটর্নী জেনারেলের অফিস অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

২৭। **সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন সত্তা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে সত্তার এইরূপ প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "পরিচালক" বলিতে সত্তার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৮। **সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ।**—এই আইনের বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেইজন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে।

৩০। **আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।**—(১) এই আইনের প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৮ নং আইন) ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত আইন ও অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম, দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

(৩) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এবং উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বা তদন্তাধীন বা বিচারাধীন থাকিলে উক্ত অপরাধসমূহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯/১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ (১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৯ সনের ১৬ নং আইন

কতিপয় সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধ এবং উহাদের কার্যকর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কতিপয় সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধ এবং উহাদের কার্যকর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা ১১ জুন ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,–

(১) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ;

(২) "আগ্নেয়াস্ত্র" অর্থ যে কোন ধরণের পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, বন্দুক বা কামান, এবং অন্য যে কোন আগ্নেয়াস্ত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "আদালত" অর্থ দায়রা জজ এর বা, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত দায়রা জজ এর আদালত;

(৪) "কারাদন্ড" অর্থ দন্ডবিধির ধারা ৫৩ তে উল্লিখিত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড;

(৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" বা "কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৬) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৭) "দন্ডবিধি" অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);

(৮) "দাহ্য পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহাতে আগুন ধরাইবার বা আগুন তীব্রতর করিবার বা ছড়াইবার স্বাভাবিক উচ্চ প্রবণতা রহিয়াছে, যেমন– অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সি.এন.জি), গান পাউডার, এবং অন্য যে কোন দাহ্য পদার্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১০) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংক; এবং অন্য কোন আইনের অধীনে ঋণ গ্রহণ, বিতরণ এবং অর্থের বিনিময় করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন আর্থিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "বিচারক" অর্থ দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ বা, ক্ষেত্রমত, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এর বিচারক;

(১২) "বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত কোন সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল;

(১৩) "বিস্ফোরক দ্রব্য" অর্থ–

(ক) গানপাউডার, নাইট্রো-গ্লিসারিন, ডিনামাইট, গান-কটন, ব্লাসটিং পাউডার, ফুঁসে উঠা (fulminate) পারদ বা অন্য কোন ধাতু, রঙ্গিন আগুন (colored fire) এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে কার্যকর প্রভাব, বা আতসবাজির প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহৃত বা উৎপাদিত অন্য যে কোন দ্রব্য যাহা উপরি-উল্লিখিত পদার্থসমূহের সদৃশ হউক বা না হউক; এবং

(খ) বিস্ফোরক সামগ্রী তৈরীর যে কোন পদার্থ ও কোন বিস্ফোরক পদার্থের মাধ্যমে বা সহযোগে বিস্ফোরণ সৃষ্টি, বা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে রূপান্তরিত করিবার, বা সহায়তার জন্য ব্যবহৃত, কোন যন্ত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি বা বস্তুসহ অনুরূপ যন্ত্র, যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারের কোন অংশ এবং ফিউজ, রকেট, পারকাশন ক্যাপস, ডেটোনেটর, কার্ট্রিজ ও যে কোন ধরণের গোলাবারুদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) "সম্পত্তি" অর্থ বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য যে কোন ধরণের সম্পত্তি ও উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত লাভ, এবং কোন অর্থ বা অর্থে রূপান্তরযোগ্য বিনিময় দলিলও (negotiable instrument) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) "সাক্ষ্য আইন" অর্থ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)।

৩। **অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তির প্রযোজ্যতা**।– (১) এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধি বা, ক্ষেত্রমত, দন্ডবিধিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

(২) অপরাধ ও শাস্তির দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত দন্ডবিধির সাধারণ বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হইলে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **আইনের প্রাধান্য**।– ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৫। **অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ**।– (১) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা বাংলাদেশের সম্পদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটন করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ সংঘটন করে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে কোন অপরাধ সংঘটন করে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও উহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাধ ও দন্ড

৬। **সন্ত্রাসী কার্য**।– (১) কেহ বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে–

(ক) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করিলে, বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিলে; অথবা

(খ) দফা (ক) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিলে বা নিজ দখলে রাখিলে;

তিনি "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিবেন।

(২) কেহ সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করিয়া থাকিলে, তিনি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব বিশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

৭। **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংক্রান্ত অপরাধ**।– (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করেন বা সরবরাহ করিতে প্ররোচিত করেন এবং কোন সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন, বা ইহা সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহার করা হইবে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ যোগানের অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং কোন সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন, বা ইহা সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহার করা হইবে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ যোগানের অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি অর্থ, সেবা বা অন্য সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন এবং কোন সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন, বা সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহার করা হইবে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ যোগানের অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

৮। **নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ**।– যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হন বা সদস্য বলিয়া দাবী করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন এবং উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড, অথবা অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯। **নিষিদ্ধ সংগঠনের সমর্থন**।– (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও অনুরোধ বা আহ্বান করেন, অথবা নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন বা উহার কর্মকান্ডকে গতিশীল ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন সভা আয়োজন, পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তা করেন, অথবা বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের জন্য সমর্থন চাহিয়া অথবা উহার কর্মকান্ডকে সক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে কোন সভায় বক্তৃতা করেন অথবা রেডিও, টেলিভিশন অথবা কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

১০। **অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের (criminal conspiracy) শাস্তি**।–যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১১। **অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি**।– যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১২। **অপরাধে সহায়তার (abetment) শাস্তি**।– যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংগঠনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত (instigation) করিবার শাস্তি**।– যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বেচ্ছাধীন কর্মকান্ড অথবা অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কোন দলিল প্রস্তুত বা বিতরণ করেন, অথবা কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার করিয়া, অথবা কোন সরঞ্জাম, সহায়তা বা প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে এইরূপ অবগত থাকিয়া সহায়তা প্রদান করেন যে, উক্ত দলিল, সরঞ্জাম, সহায়তা বা প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের কাজে ব্যবহৃত হইবে বা উক্ত ব্যক্তি বা সংগঠন উহাদের অনুরূপ অপরাধ সংগঠনের প্রচেষ্টায় ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে তাহাকে দন্ডিত করা যাইবে; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১৪। **অপরাধীকে আশ্রয়প্রদান**।– (১) যদি কোন ব্যক্তি, অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন জানিয়াও বা উক্ত ব্যক্তি অপরাধী ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও, শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান করেন বা লুকাইয়া রাখেন তাহা হইলে তিনি–

(ক) উক্ত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হইলে অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে; অথবা

(খ) উক্ত অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন করাদন্ড বা যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড হইলে, অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আশ্রয়দান বা লুকাইয়া রাখিবার অপরাধ স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা বা মাতা কর্তৃক হইলে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা

১৫। **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা**।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে–

(ক) কোন ব্যাংক হইতে সন্দেহজনক লেনদনে সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব এবং অনুরূপ প্রতিবেদন, আইনের অধীনে প্রকাশের অনুমোদন না থাকিলে, গোপন রাখা;

(খ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(গ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা-বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঘ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা;

(ঙ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে উক্ত লেনদেনের হিসাব ত্রিশ দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে জারীকৃত আদেশ অতিরিক্ত ত্রিশ দিনের জন্য বর্ধিত করা;

(চ) ব্যাংকের কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ছ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকসমূহের নিকট নির্দেশনা জারী করা;

(জ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ পরিদর্শন করা; এবং

(ঝ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন ব্যাংক বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মতি কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যাংকের কোন দলিল বা নথিতে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রবেশাধিকার থাকিবে না।

১৬। ব্যাংকের দায়িত্ব।– (১) কোন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) প্রত্যেক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors) উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যাহা ব্যাংকসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে।

(৩) কোন ব্যাংক ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ত্রাসী সংগঠন

১৭। সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত সংগঠন।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সংগঠন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা–

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশ গ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য করে বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সংগঠনকে সমর্থন এবং সহায়তা প্রদান করে; অথবা

(ঙ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত থাকে।

১৮। সংগঠন নিষিদ্ধকরণ।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কোন সংগঠনকে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, আদেশ দ্বারা, তফসিলে তালিকাভুক্ত করিয়া, নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে কোন সংগঠনকে তফসিলে সংযোজন বা তফসিল হইতে বাদ দিতে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১৯। পুনঃপরীক্ষা (Review)।– (১) ধারা ১৮ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ সংগঠন, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, উহার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে, যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক, সরকারের নিকট পুনঃনিরীক্ষার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার, আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বই দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনঃনিরীক্ষার আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, উক্ত সংক্ষুব্ধ সংগঠন আবেদন নামঞ্জুর হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়েরকৃত পুনঃনিরীক্ষার দরখাস্তসমূহ নিস্পত্তির জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট পুনঃনিরীক্ষা কমিটি (Review Committee) গঠন করিবে।

২০। নিষিদ্ধ সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।– (১) কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হইলে সরকার, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা ঃ–

(ক) উহার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

(খ) উহার ব্যাংক হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ (freeze) করিবে এবং অন্যান্য হিসাব আটক করিবে;

(গ) সকল প্রকারের প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার, অথবা মুদ্রিত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিবে; এবং

(ঘ) নিষিদ্ধ সংগঠন বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা, মুদ্রণ বা প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সংগঠন উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে।

(৩) যদি দেখা যায় যে নিষিদ্ধ সংগঠনের তহবিল এবং পরিসম্পদ (asset) অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত তহবিল এবং পরিসম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধের তদন্ত

২১। পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীকে পরীক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-- (১) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে কোন মামলার তদন্তকালে ঘটনা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত এইরূপ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন মনে করেন এবং, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে প্রদান করিতে যথেষ্ট সক্ষম মর্মে পুলিশ কর্মকর্তার জানা থাকে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা, উক্ত ব্যক্তির সম্মতিতে, ঘটনার বিবরণ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিতভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা ঘটনার বিবরণ স্বহস্তে কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করিবেন।

২২। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাক্ষীর বিবৃতি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যদি অবগত থাকেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তি সংগত কারণ থাকে যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তি তাহার বিবৃতি লিখিতভাবে প্রদান করিতে যথেষ্ট সমর্থ, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিবৃতি কলম দ্বারা স্বহস্তে লিখিতভাবে প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৪। তদন্তের সময়সীমা।-- (১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন মামলার তদন্ত কার্যবিধির ধারা ১৫৪ এর অধীন তথ্য প্রাপ্তি অথবা লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে, মামলার ডায়রীতে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক পনের দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশদিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে কারণ উল্লেখপূর্বক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন, এবং উল্লিখিত কারণ সন্তোষজনক না হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৫। কতিপয় মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে সময়সীমা বৃদ্ধি।-- (১) ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত অতিরিক্ত সময়সীমার মধ্যে এজাহার (FIR) এ উল্লিখিত অপরাধীর পরিচয় অনুদঘাটিত থাকায় এবং উক্ত অপরাধীকে সনাক্তকরণের অসমর্থতার কারণে কোন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে, ধারা ২৫ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়সীমার পরবর্তীতে যে কোন সময় কোন পুলিশ রিপোর্ট অথবা নূতনভাবে পুলিশ রিপোর্ট অথবা অতিরিক্ত পুলিশ রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে উহা বাধা বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য বা কোন রিপোর্ট সরবরাহ করিবার জন্য ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অতিরিক্ত বর্ধিত সময় সীমার মধ্যে মেডিকেল, ফরেনসিক, আঙ্গুলের ছাপ, রাসায়নিক বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর, যাহার উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ নাই এবং যাহা ব্যতীত মামলা সম্পর্কে কোন কার্যকর রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হয় না, অসমর্থতার কারণে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা ইহলে উক্ত উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়সীমার পরবর্তী যে কোন সময় পুলিশ রিপোর্ট পেশ করিতে উহা বাধা বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৬। পুনঃসমর্পণ (Remand)।-(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তদন্তের জন্য আটক রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে পুনঃসমর্পণের জন্য উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন বিবেচনাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে পুলিশের হেফাজতে পুনঃসমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ পুনঃসমর্পণের মেয়াদ একাদিক্রমে বা সর্বমোট দশ দিনের অধিক হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্টেটের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিকতর মেয়াদের জন্য পুনঃসমর্পণ করা হইলে অতিরিক্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক পাঁচ দিন পর্যন্ত পুনঃসমর্পণের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দায়রা জজ কর্তৃক বিচার

২৭। দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক অপরাধের বিচার সম্পর্কিত বিধান।-- (১) ফৌজদারী কার্যবিধি অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা জজ কর্তৃক বা, দায়রা জজ কর্তৃক অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট স্থানান্তরিত হইবার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক, বিচার্য হইবে।

(২) দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের সময় দায়রা আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট অপরাধের কার্যধারা রুজু করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার

২৮। সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন।-- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়রা জজ অথবা একজন অতিরিক্ত দায়রা জজের সমন্বয়ে গঠিত হইবে; এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত একজন বিচারক ''বিচারক, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" নামে অভিহিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গঠিত কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের স্থানীয় অধিক্ষেত্র অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্র প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপরাধের মামলার বিচার করিবে, যাহা উক্ত ট্রাইব্যুনালে দায়ের বা স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত উহার অংশ বিশেষের, স্থানীয় অধিক্ষেত্র ন্যস্ত করিবার কারণে একজন দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারের এখতিয়ার ক্ষুণ্ন হইবে না, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুরূপ কোন আদেশ প্রদান না করা হইলে দায়রা আদালতে নিষ্পন্নাধীন এই আইনের অধীন অপরাধের কোন মামলা বিশেষ স্থানীয় অধিক্ষেত্র সম্পন্ন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বদলী হইবে না।

(৫) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃগ্রহণ, বা পুনঃশুনানী গ্রহণ করিতে, অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন গৃহীত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করিতে বাধা থাকিবে না, তবে ইতোমধ্যে যে সাক্ষ্য গ্রহণ বা উপস্থাপন করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য করিতে এবং মামলা যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় হইতে বিচারকার্য অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

(৬) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে স্থান বা সময় নির্ধারণ করিবে সেই স্থান বা সময়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আসন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৯। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি।--(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য, ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিশেষ বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে।

(৩) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় না হলে, এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিবেন না।

(৪) যেক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন যে কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য উপস্থিত করা সম্ভব নহে এবং তাহাকে অবিলম্বে গেপ্ততারের অবকাশ নাই, সেক্ষেত্রে উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, বহুল প্রচারিত অন্যূন দুইটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে, অনুরূপ ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হইবে।

(৫) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইবার বা জামিনে মুক্তি পাইবার পর পলাতক হইলে অথবা উহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না, এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই বিচার করিবে।

(৬) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, উহার নিকট পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, বা উহার নিজ উদ্যোগে, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা পুনঃতদন্তের, এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে কার্যবিধির প্রয়োগ**।-- (১) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগিতপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে, এবং আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা উক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩১। **আপীল এবং মৃত্যুদ⁻ অনুমোদন**।-- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, রায় অথবা দ⁻ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদ⁻ প্রদান করিলে, অবিলম্বে কার্যধারাটি হাইকোর্ট বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদ⁻ কার্যকর করা যাইবে না।

৩২। **জামিন সংক্রান্ত বিধান**।-- এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না --

(ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়; এবং

(খ) বিচারক সন্তুষ্ট হন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এবং তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

৩৩। **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা**।-- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামলার অভিযোগপত্র গঠনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন।

(২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক তিন মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) বিচারক উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি, অনুরূপ ব্যর্থতার কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া হাইকোর্ট বিভাগ এবং সরকারকে অবহিত করিয়া, পুনরায় অনধিক তিন মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ

৩৪। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদের দখল**।-- (১) কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত কোন সম্পদ ভো বা দখল করিতে পারিবেন না।

(২) সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি এবং এই আইনের অধীন অভিযুক্ত বা দ⁻প্রাপ্ত হউক বা না হউক, এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ, সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।-- সন্ত্রাসী কর্মাকান্ড-লব্ধ সম্পদ অর্থ এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত বা লব্ধ কোন অর্থ, সম্পত্তি বা সম্পদ।

৩৫। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত**।-- যেক্ষেত্রে বিচারক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত হইবার কারণে জব্দ বা ক্রোক করা হয়, সেইক্ষেত্রে, তিনি যে ব্যক্তির দখল হইতে উক্ত সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি এই আইনের অধীন অভিযুক্ত হউক বা না হউক, উহা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৬। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের পূর্বে কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী**।-- (১) সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে, যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ অথবা দখলে উক্ত সম্পদ থাকে, উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক বাজেয়াপ্ত করিবার কারণ অবহিত না করিয়া এবং নোটিশে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে লিখিত

জবাব প্রদানের সুযোগ এবং শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান ব্যতিরেকে কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা যাইবেনা, যদি অনরূপ ব্যক্তি প্রমান করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত সম্পদ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে-লব্ধ সম্পদ ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন না এবং উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তিনি তাহা খরিদ করিয়াছেন।

৩৭। **আপীল**।-- (১) ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদত্ত বাজেযাপ্তকরণ আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশোধিত বা বাতিল করা হইলে অথবা এই আইনের কোন বিধান লংঘনপূর্বক কোন মামলা দায়ের করা হইলে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারা ৩৫ এর অধীন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি খালাসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান করা হইবে এবং যদি উক্ত বক্তির নিকট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফের প্রদান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট বিক্রয় হইয়াছেন গণ্যে, সম্পত্তি জব্দের দিন হইতে যুক্তিসঙ্গত সুদ গণনাপূর্বক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্য নির্ধারণপূর্বক উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

পারস্পরিক আইনগত সহায়তা

৩৮। **পারস্পরিক আইনগত সহায়তা**।-- (১) যখন কোন সন্ত্রাসীকার্য এইরূপে সংঘটিত হয় বা উহার সংঘটনে এইরূপে সহায়তা, চেষ্টা, ষড়যন্ত্র বা অর্থায়ন করা হয় যাহাতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখন্ড সংশ্লিষ্ট থাকে, অথবা কোন সন্ত্রাসীকার্য বা উহার সংঘটনে সহায়তা, চেষ্টা, ষড়যন্ত্র বা অর্থায়ন কোন বিদেশী সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখন্ড হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে অন্য কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখন্ডে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র অনুরোধ করিলে বাংলাদেশ সরকার, সন্তুষ্ট হইলে, এই ধারার পরবর্তী বিধানাবলী সাপেক্ষে, ফৌজদারী তদন্ত, বিচারকার্য বা বহিঃসমর্পন সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রকে আইনগত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) অনুরোধকারী রাষ্ট্র এবং অনুরোধপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পাদিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি কিংবা পত্র বিনিময়ের ভিত্তিতে আইনগত সহযোগিতার শর্তাদি নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কোন নাগরিককে এই ধারার অধীনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সমর্পন করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন পারস্পরিক আইনগত সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কোন নাগরিককে, তাহার সম্মতি সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলা বা তদন্ত কার্যে সাক্ষী হিসেবে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সমর্পন করা যাইবে।

(৫) যদি সরকারের নিকট বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন মামলায় শুধুমাত্র তাহার গোত্র, ধর্ম, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বিচার করিবার বা শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে এই ধারার অধীন আইনগত সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে অনুরোধপ্রাপ্ত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অনুরূপ কোন নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে বহিঃ সমর্পন বা পারস্পরিক আইনগত সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

সাধারণ বিধানবলী

৩৯। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা**। -- (১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) হইবে।

(২) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ জামিন অযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

৪০। তদন্ত ও বিচার বিষয়ে পূর্বানুমোদনের অপরিহার্যতা।-- (১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদন (sanction) ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবে না।

৪১। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে মামলা স্থানান্তর।-- সরকার, সাক্ষ্য সমাপ্তির পূর্বে বিচারের যে কোন পর্যায়ে, যুক্তিসঙ্গত কারণে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বা মামলাসমূহ কোন দায়রা আদালত হইতে কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বা কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে কোন দায়রা আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৪২। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।-- সরকার , সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৪৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৪। মূল পাঠ এবং ইংরেজী পাঠ।-- এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

(ধারা-১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	সংগঠনের ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য

আশফাক হামিদ
সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ জুন, ২০১৩/২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ জুন, ২০১৩ (২৯ জৈষ্ঠ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ২২ নং আইন

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে, এবং যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রেও, ইহা প্রযোজ্য হইবে।"

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ত) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) 'কনভেনশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসমর্থিত জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকলসমূহ, যাহা এই আইনের তফসিল ১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময় তফসিল ১ এ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এইরূপ জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকল;";

(খ) দফা (১১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (১১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

" (১১ক) 'বিদেশী নাগরিক' অর্থ Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXI of 1946) এর section 2 (a) তে সংজ্ঞায়িত 'foreigner';";

(গ) দফা (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

" (১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত—

(অ) কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির তহবিল বা সম্পদ, উহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরনের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা সম্পদের মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে, এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে প্রাপ্ত বা উদ্ভূত কোন মুনাফা, ডিভিডেড বা অন্য কোন আয় বা মূল্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(আ) নগদ অর্থ বা স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস, উহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরনের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা অন্যান্য সম্পদের মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে এবং ব্যাংক ক্রেডিট, ট্রাভেলরস্ চেক, ব্যাংক চেক, মানি অর্ডার, শেয়ার, সিকিউরিটি, বন্ড, ড্রাফট বা ঋণপত্র এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট কোন মুনাফা, ডিভিডেড বা অন্য কোন আয় বা মূল্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে উহাতে সীমাবদ্ধ করিবে না;";

(ঘ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ ছয়টি নূতন দফা যথাক্রমে (১৪ক), (১৪খ), (১৪গ) ও (১৪ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৪ক) 'সন্ত্রাসী ব্যক্তি' অর্থ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) যিনি ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন;

(১৪খ) 'সন্ত্রাসী সত্তা' অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কোন সত্তা বা এই আইনের ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে এইরূপ কোন সত্তা;

(১৪গ) 'সন্ত্রাসী সম্পত্তি' অর্থ এইরূপ কোন সম্পত্তি যাহা —

(অ) এই আইনের অধীন কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা কোন বিদেশ রাষ্ট্রের আইনের অধীন অনুরূপ সমশ্রেণীর অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে, বা হইবার অভিপ্রায় রহিয়াছে;

(আ) কোন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত;

(ই) কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষভাবে উদ্ভূত বা অর্জিত;

(ঈ) সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে অথবা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছে;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে এইরূপ ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তিসহ অনুরূপ ব্যক্তি ও সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল;

(১৪ঘ) 'সমবায় সমিতি' অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন অনুমোদিত ও নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;";

(ঙ) দফা (১৬) এর উপ-দফ (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা: —

" (২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,-

(ক) উহা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ হইতে উদ্ভূত;

(খ) উহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে অর্থায়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত;";

(চ) দফা (২৪) এ উল্লিখিত 'সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)' শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনি বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) দফা (২৫) এ উল্লিখিত '২০০৯' সংখ্যাটির পরিবর্তে '২০১২' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) দফা ৩০ এ উল্লিখিত "গোষ্ঠীর" শব্দটির পরিবর্তে "জনগোষ্ঠীর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটন করিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইতে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি তাহাকে উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বহিসমর্পণ করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ও অপারেধর ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"।

৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬। সন্ত্রাসী কার্য।—(১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক—

(ক) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(আ) অন্যা কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(ই) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(ঈ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে;

(ক) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের প্রচেষ্টা করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রযোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(গ) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(ঘ) জ্ঞাতসারে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ব্যবহার করে বা অধিকারে রাখে;

(ঙ) এই আইনের তফসিল-১ এ অন্তর্ভুক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার প্রচেষ্টা করে;

(চ) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দের বৈরি পরিস্থিতিতে (hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোন বেসামরিক, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা মারাত্মক শারীরিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যক্তির কারণে কোন জনগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর—

(অ) উপ-দফা (অ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবঙ উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে;

(আ) উপ-দফা (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ড হয় সেইক্ষেত্রে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(ই) উপ-দফা (ই) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(ঈ) উপ-দফা (ঈ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(উ) উপ-দপা (উ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন করাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম করাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা (চ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ।—(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা স্বেচ্ছায়, বৈধ বা অবৈধ উৎস হইতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনভাবে এই অভিপ্রায়ে অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি সরবরাহ, গ্রহণ, সংগ্রহ বা উহার এইরূপ ব্যবস্থা করে যে, উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইবে; বা

(খ) সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হইবে, অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে মর্মে জ্ঞাত থাকে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি প্রকৃতই কোন সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা বা কোন সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল কিনা, উহার উপর নির্ভর করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড দন্ডিত হইবেন, এবং উহার অতিরিকি উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

(৪) যদি কোন সত্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবয় উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্রির মূল্যের দিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।-উক্ত আইনের ধারা ৮ এর-

(ক) উপান্ত টীকার উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে: এবং

(খ) মূল অংশে উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্ত টীকার উল্লিখিত 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে 'সত্তাকে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০৯৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এ উল্লিখিত ' এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে' শব্দগুলি ও কমার পর 'তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে " ৪ (চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্তআইনের ধারা ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১১। অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়াম্যান, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারি ব্যবস্থ গ্রহণ করা যাইবে।"।

১১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১২। অরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার (aid adn abetment) শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে—

(ক) সাহায্য বা সহায়তা করে; বা

(খ) সহায়তাকারী হিসাবে (as an accomplice) অংশগ্রহণ করে; বা

(গ) অন্যদেরকে সংগঠিত বা পরিচালন করে; বা

(ঘ) অবদান রাখে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হইক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূণ ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

১২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তাকে' শব্দটি, 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪ (চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদানের শাস্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপতি হইবে; এবং

(খ) উপ-ধরা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযেজিত হইবে, যথা:—

"(৩) যেক্ষেত্রে কোন সত্তা কর্তৃক আশ্রয় প্রদানের অপরাধ সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী চেয়াম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন নামের পদধারীর প্রতি উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

১৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপতি হইবে, যথা:—

"**১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্য উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা, উহা বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণ করা এবং বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার সহিত সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং উহার রেকর্ড বা ড্যাটাবেজ সংরক্ষণ করা এবং, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত তথ্য সরবরাহ বা রিপোর্ট প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারি করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(গ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের (weapons of mass destructoion, WMD) বিস্তারে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেস প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দেশ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা এবং এই আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সরেজমিনে পরিদর্শন করা; এবং

(চ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদানকারি সংস্থা বা উহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা পুলিশ বা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে, এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনী সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অপরাধটি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রে সংঘটিত হয় বা অন্য কোন রাষ্ট্রে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আদলত কর্তৃক বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বি,এফ,আই,ইউ) কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইবে এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এই আইনের অধীন কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাকে তাহা সরবরাহ করিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা অন্য কোন রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃপক্ষকে (counter part) সরবরাহ করিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথা: —

(ক) উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।

(৮) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা প্ররিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৯) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপ-ধারা (৮) অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রাদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাবে বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৫। ২০০৯ সনের ১৬ আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থাগিত করিতে পারিবে অথবা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ বা, পরিচালনা পরিষদ না থাকিলে, উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারতি ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পরিবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংরাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, অথবা যদি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হইক, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হন বা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদাকারী সংস্থার নিকট হইতে জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে বা উক্ত ব্যাক্তি কর্তৃক কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত তাহার হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে বা অপরিশোধিত থাকিলে, উহা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের চতুর্থ অধ্যাং এর শিরোনাম সংশোধন।—উক্ত আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনামে উল্লিখিত "সন্ত্রাসী সংগঠন" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তালিকাভুক্তকরণ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়ন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে

১৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১৭। সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সেই ব্যক্তি বা উহা—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সত্তাকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে;

(ঙ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ (UNCR 1373) এ উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত তালিকাভুক্তি বা নিষিদ্ধের মানদন্ডের (listing criteria) আওতাভুক্ত হয়, যথা:—

(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা কোন সন্ত্রাসী কার্য করে বা প্রচেষ্ট গ্রহণ করে বা অংশগ্রহণ করে বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সহযোগিত করে;

(২) তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রানাধীন কোন সত্তা;

(৩) তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশে কাজ করে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তা।

(চ) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করে; অথবা

(ছ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত হয়।"।

১৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮ প্রতিস্থাপতি হইবে, যথা:—

"**১৮। নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তালিকাভুক্তকরণ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে বা তফসিল হইতে বাদ দিতে পারিবে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।"।

১৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ দুইবার উল্লিখিত "সংগঠন" শব্দের পরিবর্তে উভয়স্থানে "ব্যক্তি বা সত্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২০। **তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সত্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) যদি কোন ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় বা কোন সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও সরকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) উক্ত সত্তার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

(খ) ব্যাংক এবং অন্যান্য হিসাবে, যদি থাকে, অবরুদ্ধ করিবে, এবং উহার সকল সম্পত্তি জব্দ বা আটক করিবে;

(গ) নিষিদ্ধ সত্তার সদস্যদের দেশ ত্যাগে বাধা নিষেধ আরোপ করিবে;

(ঘ) সকল প্রকার প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার অথবা মুদ্রিত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটার বা অন্যান্য উপকরল বাজেয়াপ্ত করিবে এবং

(ঙ) নিষিদ্ধ সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা, মুদণ বা প্রচারণ, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা পদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সত্তা উহার আয় ও ব্যায়ের হিসাব এতদুদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে এবং আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে।

(৩) যদি প্রতীয়মান হয় যে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংঘটনের সম্পত্তি অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি আদালত কর্তৃক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।"।

২১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনে ধারা ২০ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২০ক। **জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১২৬৭ এবং উহার অনুবর্তী রেজুলেশনসমূহ ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার ও উহাতে অর্থ সংস্থান প্রতিরোধ, দমন এবং ব্যাহতকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ সরকারের এই আইনের অন্যান্য ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনে উল্লিখিত ক্ষমতার অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে:

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থা কর্তৃক অথবা, যদি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নং রেজুলেশনের অধীন সংকলিত তালিকায় কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) বা সত্তার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে, ধারণকৃত সম্পত্তি, তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টাকারী বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে অংশগ্রহণ বা সুযোগ সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তি অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার অথবা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির এবং সহযোগী ব্যক্তি ও সত্তার তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে বা উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ জ্ঞাত থাকিয়া, স্বেচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, হতবিল গঠন বা সংগ্রহ করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঘ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল গঠন, আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস বা সম্পৃক্ত অন্যান্য সেবা সৃষ্টি করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঙ) কার্যকর সীমানা নিয়ন্ত্রণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশের ভিতর দিয়া অন্য দেশে গমনাগমন প্রতিরোধ করিবে;

(চ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ, বস্তু, হাতিয়ার (epuipment), পণ্য এবং প্রযুক্তি সরবরাহ, বিক্রয় এবং হস্তান্তর প্রতিরোধ করিবে;.

(ছ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন, ইজারাধীন বা তৎকর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত যে কোন বিমান (any aircraft) তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমানায় উড্ডয়ন বা অবতরণের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(খ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার নিকটে বা নিকট হইতে প্রেরিত কার্গো পরিদর্শনের মাধ্যমে পারমাণবিক, রাসায়নিক বা জৈব (Biological) অস্ত্রসমূহ, উহা সরবরাহের সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুর অবৈধ পাচার প্রতিরোধ করিবে;

(ঝ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি এবং সত্তার সহিত সম্পর্কিত উক্ত রেজুলেশনে উল্লিখিত যে কোন কার্য নিষিদ্ধ এবং প্রতিরোধ করিবে;

(ঞ) এই ধারার যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় অনুশাসন প্রদান করিবে;

(ট) দফা (ক) হইতে (ঝ) তে বর্ণিত ক্ষমতা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গহণের জন্যে সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন বা আদেশ জারির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই ধারার অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৪ (চার) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা অবরুদ্ধ বা ক্রোমাকযোগ্য সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ অর্থের সমপরিমাণ অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডি হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩), (৪)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৪)(খ) এর বিধান অনুসারে দন্ডিত হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) হইতে (জ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা, (২), (৩)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৩)(খ) এর বিধান অনুসারে দন্ডিত হইবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, অথবা এই ধারার অধীন অবিলম্বে অবরুদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা তবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সন্দেহযুক্ত তহবিলের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ, উহাদের মধ্যে যাহা অধিক হয়, জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৬) কোন জনসেবকের (public servant) বিরুদ্ধে, এই ধারার বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে, কোনরূপ অবহেলা করিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহার নিজস্ব চাকুরি বিধিমালা অনুসারে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কার্যকম গ্রহণ করা হইবে।"।

২২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত ফেসবুক, স্কাইপি, টুইটার বা যে কোন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তা অথবা তাহাদের অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থির বা ভিডিও চিত্র পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন মামলার তদন্তের স্বার্থে যদি আদারত উপস্থাপন করা হয় , তাহা হইলে, সাক্ষ্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত উক্ত তথ্যাদি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।"।

২৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩ ও ২৩ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবার অনুমিত প্রদান করিবেন।

২৩ক। তদন্তকালীন সন্ত্রাসী সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের বিশেষ বিধান।—(১) যদি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তকারী কোন কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তদন্তাধীন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ (procceds of terrorism), তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত সম্পত্তি জব্দ করিবার পূর্বানুমতির জন্য লিখিত আবেদন করিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদন যাচাই করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে, অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করা বাস্তবসম্মত নহে, সেইক্ষেত্রে ক্রোক আদেশের (order of attachment) মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন যে, অনুরূপ আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত, অনুরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) যদি বৈধ উৎস হতে অর্জিত সম্পত্তির সহিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তির মিশ্রণ (mingle) ঘটে, তাহা হইলে উক্ত মিশ্রিত (mingled) সম্পত্তিতে স্থিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তি, অথবা যেক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা না যায়, সেইক্ষেত্রে মিশ্রিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ বা ক্রোকযোগ্য হইবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করিবেন এবং সরকার অনুরূপ জব্দ বা ক্রোক আদেশ জারির ৬০ (ষাট) কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত জব্দ বা ক্রোক আদেশ অনুমোদন করিবেন অথবা বাতিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যাহার সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক হইয়াছে তাহাকে বক্তব্য উপস্থাপনের যথাযথ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ক্রোক বা জব্দের মেয়াদকাল আদালত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকিবে।"।

২৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদের দখল (Prossession of property obtained from terrorist activities)";

(খ) উপ-ধারা (১) ও (২) এবং ব্যাখ্যার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত বা কোন সন্ত্রসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ বা অন্য যে কোন সন্ত্রাসী ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দন্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এরূপ কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা কোন সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।"।

২৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধার ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর—

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'সন্ত্রসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ বাজেয়াপ্ত (Confiscation of assets obtained from terrorist activities and proceeds of terrorism)';

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট (deriving from terrorist activities) বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডলব্ধ সম্পদ হইতে উদ্ভূত (or it constitutes from proceeds of terrorism)" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত কোন সম্পত্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ (proceeds of terrorism) বা কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট কোন সম্পত্তি" শব্দগুলি, বন্ধনী ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিতক্রমে মামলা রুজু করিবে এবং দতন্ত কার্যক্রম শুরু করিবে।"।

২৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের তফসিলের প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল ১, ২ ও ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তফসিল-১

[ধারা ২ এর দফা (৩ক) দ্রষ্টব্য]

(ক) ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে হোগু সম্পাদিত অবৈধভাবে বিমান আটক প্রতিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful seizire of Aircraft, done at the Hague on 16th December, 1970;);

(খ) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts against the safley of Civil Aviation, done at Montreal on 23rd September, 1971);

(গ) ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কূটনৈতিক প্রতিনিধিসহ আন্তর্জাতিকভাবে সুরক্ষিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the pervention and punishment of Crimes against internationally pretected person, including diplomatic agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14th December, 1973);

(ঘ) ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জিম্মি গ্রহণের বিরুদ্ধে কনভেনশন (International convention against the taking of hostages adopted by the Genral Assembly of the United Nations on 17th December, 1979);

(ঙ) ৩রা মার্চ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ভিয়েনায় গৃহীত পারমাণবিক বস্তুর ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the physical protection of nuclear material, adopted at Vienna on 3rd March, 1980);

(চ) ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ খ্রিস্টব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হিংস্র অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশনের সম্পূরখ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কর্মরত কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppresion of unlawful Acts of violence at Airports serving International Civil Aviation, supplementary to the convention for the suppression of unlawful Acts againts the safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24th February, 1988);

(চ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত সামুদ্রিক নৌচালনার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts againgst the safety of maritime navigation, done at Rome on 10th Mrrch, 1988);

(জ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত মহিসোপানে অবস্থিত স্থায়ী প্লাটফরমের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf, done at Rome on 10th March, 1988);

(ঝ) ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাসী বোমা হামলা দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International convention for the suppression of terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15th December, 1997)।

তফসিল-২

(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সত্তার নাম	সত্তার ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য
০১	শাহাদাত-ই-আল হিকমা পার্টি বাংলাদেশ	জনৈক মিজানুর রহমানের বাড়ী, হড়গ্রাম নতুন পাড়া বাইপাস সড়ক, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী মহানগর	০৯/০২/২০০৩ খ্রিঃ	
০২	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৩	জামা'তুল মুজাহেদীন	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৪	হরকাতুল জিহাদ আল উসলামী	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	১৭/১০/২০০৫ খ্রিঃ	
০৫	হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশ	এইচ, এম সিদ্দিক ম্যানসন, ৫৫/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা এবং ২০১/সি পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা), ২৭ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা	২২/১০/২০০৯ খ্রিঃ	

তফসিল-৩

(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা	তালিকাভুক্তকরণের তারিখ	মন্তব্য

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৬, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২/২৬ নভেম্বর, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৫ সনের ২৫ নং আইন

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঞ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(খ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঠ) "তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে,—

(অ) দফা (শ) এ বর্ণিত 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী সংস্থা:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সম্পৃক্ত অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক তদন্তযোগ্য তাহা বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (Criminal investigation department) কর্তৃক তদন্ত করিতে হইবে;

(আ) সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক তদন্তকারী সংস্থা;";

(গ) দফা (ভ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ভ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ভ) "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ—

(অ) রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী; অথবা

(আ) রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যাহারা জমি, আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;";

(ঘ) দফা (শ) এর—

(অ) উপ-দফা (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১৬) মানব পাচার বা কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা;";

(আ) উপ-দফা (২৮) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর "এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে ":" কোলন চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় অতিরিক্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৫। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৯। **অপরাধের তদন্ত ও বিচার।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ধারা ২(ঠ) তে উল্লিখিত তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক একাধিক তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ তদন্তকারী দল, তদন্ত করিবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের পাশাপাশি অন্যান্য আইনে এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) তদন্তকারী সংস্থা এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।"।

৬। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "দুর্নীতি দমন কমিশনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "দুর্নীতি দমন কমিশনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "কমিশনের" শব্দটির পরিবর্তে "উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি এবং অতঃপর উল্লিখিত "কমিশন" শব্দটির পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) তদন্তকারী সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি বা অপরাধলব্ধ আয় বা সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মানিলন্ডারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি, অপরাধলব্ধ আয়, অর্থ বা সম্পত্তি চিহ্নিত করা সম্ভব না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য অর্থ বা সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের অর্থ বা সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর "দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা" শব্দগুলির পরিবর্তে "তদন্তকারী কোন সংস্থা কর্তৃক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপান্তটিকায় উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ক) এর "লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি" শব্দগুলির পর "ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি" শব্দগুলি, "পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির পর "প্রয়োজনীয়" শব্দটি, "ডাটা" শব্দটির পরিবর্তে "তথ্য-উপাত্ত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং "ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি ও কমার পর "তদন্তকারী সংস্থা বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;";

(ঈ) দফা (গ) এর "হিসাবে জমা হইয়াছে" শব্দগুলির পর "বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং

শর্তাংশে উল্লিখিত "স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(উ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;";

(ঊ) দফা (চ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(এ) দফা (ছ) এর "উদ্দেশ্য পূরণকল্পে" শব্দগুলির পর "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৮) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৭) এ প্রথমবার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি এবং দ্বিতীয়বার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৃতীয়বার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।"।

৯। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit) নামে একটি পৃথক কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকিবে, যাহার—

(ক) একটি পৃথক সীল মোহর ও লেটার হেড প্যাড থাকিবে;

(খ) একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত হইবে;

(গ) কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় অফিসস্থান, লোকবল, তহবিল, প্রশাসনিক সুবিধাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সরবরাহ করিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার একজন সার্বক্ষণিক প্রধান কর্মকর্তা থাকিবে, যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তে সরকার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক বা অন্যবিধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;

(ঙ) প্রধান কর্মকর্তা যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়ে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন;

(চ) প্রধান কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ছ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উহাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হইতে প্রেষণে বা অন্যবিধভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং

(জ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে উহাতে চুক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা প্রয়োজন মোতাবেক স্ব-উদ্যোগে সরকারি অন্য কোন সংস্থাকে সরবরাহ করিতে পারিবে।"।

১০। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "দায়-দায়িত্ব" শব্দগুলির পরিবর্তে "দায়-দায়িত্বসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এর "হিসাবের" শব্দটির পূর্বে "হিসাব ও" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (গ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) দফা (ঘ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিদ্যমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করিবে এবং উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যর্থতার দায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উপরও বর্তাইবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধান লংঘন করিলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের তদারকি কার্যক্রম বা অন্য কোনভাবে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হইলে বা চিহ্নিত করিলে অবিলম্বে তাহা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।"।

১১। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর "বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা ইহার" শব্দগুলি এবং "দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "তদন্তকারী সংস্থা বা ইহার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫ (অধ্যাদেশ নং ২, ২০১৫) এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd